72

ভোরের কাগজ

তারিখ ...2.8 MAY 199
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

পরীক্ষার্থী গতবারের চেয়ে কম □ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন

এইচএসসি পরীক্ষা আজ শুরু

কাগজ প্রতিবেদক : আজ বুধবার থেকে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ৫ বোর্ডের এইচএসসি (উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এতে অংশ নিচ্ছে ৫ লাখ ১১ হাজার ৫৯ জন পরীক্ষার্থী। এই সংখ্যা গত বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চেয়ে ২ লাখ ১১ হাজার ৭৩৯ কম।

সদ্য সমাপ্ত এসএসসি (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষায় একটি এলাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে এইচএসসি সুষ্ঠুভাবে হতে পারবে কিনা তা নিয়ে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীসহ অনেকের মধ্যে সংশয় বিরাজ করছে। তবে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য ইতিমধ্যে কঠোর সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৮৯, রাজশাহী বোর্ডের ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭২৮, কুমিল্লা বোর্ডের ৭৭ হাজার ৯৮০, যশোর বোর্ডের ৯৩ হাজার ৫০৩ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩৮ হাজার ১৫৯। ১৯৯৭ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লাখ ২২ হাজার ৮৫২ জন। এমনকি এবারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা '৯৬ সালের চেয়েও কম। '৯৬ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৮৫ হাজার ৯০৮ জন।

এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়া সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার মতে, '৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় বিশেষ করে রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের বিপুল সংখ্যক অবৈধ পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল করার (পরে অবশ্য বিশেষ বিবেচনায় বেশির ভাগ বাতিলকৃত ফলাফল পুনঃপ্রকাশ করা হয়) ঘটনার প্রেক্ষিতে ঐ দুটি বোর্ডের গ্রামের কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। ঐ গ্রামের কেন্দ্রগুলোতে শহরের পরীক্ষার্থীরা ভিড় জমাতো। উদাহরণ হিসেবে ঐ কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, কুমিল্লা বোর্ডের অধীনস্ত চোয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজে '৯৭ সালের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ হাজারেরও বেশি। গণনকলের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত এই কলেজের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই বহিরাগত। এবার অর্থাৎ '৯৮ সালে ঐ কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৮০০। কারণ চোয়ারা কলেজের কেন্দ্রটি বাতিল করার কারণে শহরের পরীক্ষার্থীরা সেখানে যায়নি। তবে ঐ কলেজের কেন্দ্রটি পুনর্বহাল করার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী জোর প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রটি বহাল রেখেছে কিনা তা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানাতে পারেনি। কুমিল্লা বোর্ডে '৯৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৮০২। আর এবারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৯৮০।

এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়া সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ তোজাম্মেল হোসেন জানান, এই ব্যাচের এসএসসি পরীক্ষায় পাশকৃতদের সংখ্যা এবং তাদের মধ্যে থেকে কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রের সংখ্যা আগের বারের চেয়ে কম।

এদিকে সদ্য সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রামে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রেক্ষিতে এইচএসসির জন্য নতুন প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়েছে যাতে এসএসসি পরীক্ষার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সরকার এবার এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকদের ব্যাপক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। সে অনুযায়ী জেলা প্রশাসকরা ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে সংরক্ষিত স্থান থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণের সময় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেন্দ্র সচিব এবং যাদের কাস্টডিতে (ট্রেজারি/থানা/ব্যাংকে) প্রশ্ন থাকে তার প্রধানদের অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা, প্রশ্নপত্রের দৈনন্দিন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা সঠিকভাবে অনুসরণ করা, প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক খোলা এবং পুনরায় সিলগালা করার সময় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কঠোর সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, পরীক্ষার আগের দিন কোনো অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র মিলানোর অজুহাতে প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক না খোলা, কোনো কলেজের পরীক্ষার্থীদের জন্য একই কলেজের শিক্ষকদের পরিদর্শক হিসেবে না রাখা, কলেজ শিক্ষক ও বোর্ড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আলাদা ভিজিলেন্স টিম এবং জেলা প্রশাসকদের উদ্যোগে ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়েও বিশেষ টিম গঠন করা প্রভৃতি।

এছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁস বা প্রকাশ করার অপরাধে ৩ থেকে ১০ বছর কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ডের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।